২৯ আগস্ট ২০২৫

সংবাদ বিবৃতি

৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস
ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবিঃ আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক বলপূর্বক গুম দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিনটি গভীর শোক, উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। 'বলপূর্বক গুম' শুধু একজন ব্যক্তির বা একটি পরিবারের ট্র্যাজেডিই নয়, বরং যে কোন রাষ্ট্রের মানবাধিকার সুরক্ষায় চরম ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল বলপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে সংহতি জানাচ্ছে, যারা তাদের অঞ্চলে বা প্রান্তে এই ধরনের নিষ্ঠুর ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মানবাধিকারের পক্ষে এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে বিগত দেড় যুগ ধরে বলপূর্বক গুমের অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বহু পরিবার আজও প্রিয়জনের সন্ধানের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। নিখোঁজ হওয়া এসব ব্যক্তির ভাগ্যে কি ঘটেছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখনো অজানা রয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ উঠলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি এবং দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা যায়নি। গুমের সংস্কৃতি একটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, যা আইনের শাসন ও নাগরিকের জীবনের অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে গুমের ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ উদঘাটন করা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে, গুমের ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি মূল ভূমিকা রেখেছে বলে গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের বক্তব্যে উঠে এসেছে। নাগরিকদের ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারকে দুর্বল করা, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার মত প্রবণতা বিগত সময়গুলোকে উদ্বিগ্ন করেছে। এ কারণে শুধুমাত্র বিচারের প্রক্রিয়া নয়, গুমের কারণের গভীর বিশ্লেষণও অপরিহার্য।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গুম সংক্রান্ত কমিশন গঠন করেছে এবং আন্তর্জাতিক বলপূর্বক গুম বিষয়ক সনদে স্বাক্ষর করেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সরকারের পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে। আসক আশা করছে , গুম সংক্রান্ত কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার সময় বাংলাদেশে গুমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, গুমের শিকার ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের দীর্ঘকালীন ন্যায় বিচার প্রাপ্তির আশা-প্রত্যাশা বিবেচনায় নেবে। কেননা, আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উপর রয়েছে ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বলপূর্বক নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করা, দোষীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদানের দায়িত্বপালন করা।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) আন্তর্জাতিক গুম দিবসকে সামনে রেখে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, গুমের শিকার ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকে ন্যায়বিচার, ক্ষতিপূরণ, পরিবার ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে, সকল গুমের ঘটনায় দায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানসহ ভবিষ্যতে গুমের মতো মানবাধিকারের লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ শুধু ভুক্তভোগীর নয়, পুরো সমাজের নিরাপত্তা ও আইনের শাসনের জন্য অপরিহার্য।